এ লজ্জা কি দিয়ে ঢাকি

আতিক রহমান

কি এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। এ ছবিটি নাম না জানা কোন এক হতভাগী মেয়ে সাভারের মৃত্যুপুরী রানা প্লাজায় গার্মেন্টসে কাজ করতে এসে ধ্বসে যাওয়া দালানের ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে মারা যাওয়ার এক করুন দৃশ্য। পায়ের নূপুর আর পড়নে লাল সালোয়ার কামিজ দেখে অনুমান করা যায় মেয়েটি কোন হতভাগা বাবা মায়ের আদরের দুলালী। জীবিকার প্রয়োজনে গার্মেন্টসে কাজ করতে এসে এভাবেই তাকে অকালে জীবন দিতে হয়েছে ভাগ্যহত আরও শত শত মানুষের সাথে।

আজ থেকে কয়েক যুগ আগে ঠিক এমনই একটি মেয়ের অপমৃত্যুর মরদেহের সাথে আমি পরিচিত হয়েছিলাম। ১২ই নভেম্বর ১৯৭০ সাল, রোজার মাস। প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আর মহাপ্লাবন সেদিন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় সবকটি জেলায় আঘাত হেনেছিলো। দক্ষিণাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষ বানের জলে ভেসে গিয়েছিলো সেদিন। মেঘনা পাড়ের একটি মহকুমা শহরে ছিল আমাদের বাস। দিনভর প্রবল বেগে বাতাস আর মুশলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। শেষ রাতে বানের জল আঘাত হানে মহকুমা শহরে। পুরো শহর চলে গিয়েছিলো কয়েক ফিট পানির নিচে। আমাদের বাসায় ছিল হাঁটুজল। বাবা আমাদের ছোট ছোট ভাই বোনদের বাসার চিলে কোঠার সিঁড়িতে বসিয়ে দিয়েছিলেন যাতে পানি বাড়ার সাথে সাথে আমরা বাড়ীর ছাদে আশ্রয় নিতে পারি। তারপর রাত পেরিয়ে সকাল হলো। আস্তে আস্তে বাতাসের বেগ কমে গেল। বিকাল নাগাদ শহর থেকে পানিও নেমে গেলো। তবে খানা ডোবা আর নিচু জায়গার পানি তখনও নামেনি।

প্লাবনের পর পরই আমিও লোকজনের সাথে শহর ছেড়ে নদীর ধারের গ্রামের দিকে গিয়েছিলাম। শহর ছেড়ে যতই গ্রামের দিকে যাচ্ছিলাম, ঝড় আর প্লাবনের তাণ্ডব দেখে বিস্মিত হচ্ছিলাম। ভয়ানক আক্রোশে প্রকৃতি যেন পুরো দেশটাকে লণ্ড-ভণ্ড করে রেখে গেছে। গ্রামের পর গ্রাম জনমানব শূন্য। বাড়ী ঘর গাছ পালা উপরে পড়ে আছে। লাশ আর লাশ তার সাথে মৃত গবাদি পশুর মরদেহ। সে এক বিভিষিকাময় দৃশ্য, স্বচক্ষে না দেখলে বোঝানো যাবে না। সেদিন কলা পাতা মুড়িয়ে মানুষের পর মানুষ- মহিলা পুরুষ শিশু গণকবর করে দাফন করা হয়েছিল। দু'একদিনের মধ্যে এই মহা প্লাবনের খবর বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ল। দেশ বিদেশ থেকে শত শত লোক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছিলো সেদিন। এমনই সময় আমি একদিন নদীর খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। দেখলাম নদীর পাড়ে বেলাভূমিতে উপর হয়ে পড়ে আছে একটি কিশোরী মেয়ের মরদেহ; পায়ে আলতা, হাতে রেশমি চুড়ি। কি যে এক বেদনায় আমার বালক মন সেদিন ব্যথিত হয়েছিলো তা বলে বোঝাতে পারবো না। আজও আবার ঠিক তেমনই এক ব্যথা অনুভব করছি এই ছবিটি দেখে।

আজকের এ ছবির কিশোরীর অকাল মৃত্যুর ছবির সাথে সেই বানের জলে ডুবে যাওয়া কিশোরীর অকাল মৃত্যুর সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু দু'ইয়ের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজকের এ মৃত্যু-তো কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের নয়। এ মৃত্যু যেন ডেকে এনে মেরে ফেলার সামিল, এ মৃত্যু অবহেলার, এ মৃত্যু অতি লোভ আর লালসার। এ মৃত্যু মেনে নেয়া যায় না। মেয়েটি যেন তার পা দেখিয়ে গোটা জাতিকে তিরস্কার করছে, ধিক্কার দিচ্ছে দেশের নেতা-নেত্রী হর্তা-কর্তাদের যারা বার বার ব্যর্থ হচ্ছেন দেশের সাধারণ শ্রমিক খেটে খাওয়া মানুষগুলোর নিরাপদ কর্মস্থলের নিশ্চয়তা দিতে, ব্যর্থ হচ্ছেন দেশের সাধারণ নাগরিকের স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা দিতে।

প্রতিবছর গার্মেন্টস শ্রমিকরা দেশের জন্য বয়ে আনে বিরাট অংকের বৈদেশিক মুদ্রা। বছরে প্রায় কুড়ি বিলিয়ন আমেরিকান ডলার জমা হয় বাংলাদেশের ভাণ্ডারে শুধুমাত্র তৈরি পোশাক বিদেশে রফতানি করে যা কিনা গার্মেন্টস শ্রমিকদের শ্রমের ফসল। আর সেইসব শ্রমিকদের প্রতি এত অবহেলা এত অবজ্ঞা। এ নূপুর পড়া পা যেন আমারই বোনের, আমারই এক আপনজনের। অনেকের মত বিষাদে বেদনায় মন আমার আজ বড় ভারাক্রান্ত। এ অন্যায়, এ পাপ; এতগুলো অপমৃত্যু কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। এইসব অপমৃত্যুর সাথে যারা জড়িত তাদের কতটুকু শাস্তি হলে এর সঠিক বিচার হবে তা আমার জানা নেই। তবে আর সব বিবেকবান মানুষের মত আমিও এর উপযুক্ত বিচার এবং দোষীদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি চাই। চাই সাধারণ শ্রমিকের নিরাপদ কাজের নিশ্চয়তা; নিশ্চয়তা চাই এজাতীয় দুর্ঘটনা যেন বাংলাদেশের মাটিতে আর না ঘটে।